খণ্ড ১৭, সংখ্যা ২০ | ভাবনগর | ডিসেম্বর ২০২৩
Vol. 17, No. 20 | BHĀBANAGARA | December 2023

সাক্ষাৎকার

জাপানিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের উপর কৌতূহল আবার জাগতে শুরু করেছে

মাসাইয়ুকি ওনিশি
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সাইমন জাকারিয়া

জাপানের ওসাকার হোটেল নিউ হাংক্যুতে মাসাইয়ুকি ওনিশি

Interview

Interest in Bengali Literature and Art is Eginning to Resurface among the Japanese

Masayuki Onishi
Interview taken by Saymon Zakaria

Abstract

Japanese scholar Masayuki Onishi has conducted extensive multidimensional research on the Bengali language, literature, Baul music, as well as various forms of Bengali folk music, films, and paintings. His journey with Bengali language began in 1975 at ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies. He has delved into the literary works of prominent figures such as Bankim Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusudan Dutta, Rabindranath Tagore, Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Tarashankar Bandyopadhyay, Jibananda Dash, Mahasweta Devi, and Samaresh Basu, translating some of them into Japanese. Furthermore, he has extensively analyzed and translated Lalon songs. He has collected also various Baul songs, Bhaowaia, Tukkha, Bhadu, Tushu, Jhumur among others. Additionally, he has engaged with the cinematic works of Satyajit Ray and Ritwik Ghatak. Presently, Masayuki Onishi is in the process of crafting a Bengali Grammar book in both Japanese and English. This interview provides insight into his profound dedication to Bengali language and literature, shedding light on the Japanese interest in Bengali literature, arts and culture.

বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র প্রেমে তাড়িত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বহুমাত্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম সম্পাাদনে জাপানের একজন গবেষক, অনুবাদক, ফোকলোর সংগ্রাহক ও সংগীত বিশারদ হিসেবে মাসাইয়ুকি ওনিশি নতুন এক কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছেন। ১৯৫১ খিষ্টাব্দে জাপানে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা গিয়ে জাপানি কনসুলেটে জাপানি ভাষা শেখানোর পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। সেই সময় কলকাতা অবস্থানকালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সাহিত্য অধ্যয়ন ও অনুবাদ শুরু করেন। একটানা প্রায় দুই বছর কলকাতা অবস্থানের পর তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের শিক্ষার্থী জীবন সূচনা করেন। সেখানে অবস্থানকালে পশ্চিমবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে লোকায়ত সংগীত সংগ্রহ ও তার অডিও রেকর্ডিং শুরু করেন।

এরপর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মাসাইয়ুকি ওনিশি জাপানের টোকিওতে ফিরে যান। কিন্তু বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর মমতা সে সময়েও অক্ষুণ্ন থাকে। টোকিওতে অবস্থানকালে একপর্যায়ে তাঁর উপর দায়িত্ব পড়েছিল সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেখা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি অনুবাদ করার। সেই সূত্রে তিনি গভীরভাবে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের কাজে জড়িয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস; 'চিত্রাঙ্গদা', 'তাসের দেশ' নাটক; 'নষ্টনীড়', 'মণিহারা', 'ল্যাবরেটরি' গল্প; আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা 'আমার ছেলেবেলা' প্রভৃতি অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের বাইরে তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাতটি ছোটোগল্প অনুবাদের মাধ্যমে 'তারিণী মাঝি' নামে একটি আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' ও 'জগমোহনের মৃত্যু' নামের দুটি গল্পের অনুবাদ নিয়ে জাপানি ভাষায় আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া, তিনি সমরেশ বসুর

গল্প, জীবনানন্দ দাশের কবিতা ইত্যাদি অনুবাদ করেছেন। পাশাপাশি তিনি জাপানি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করছেন। জানা যায়, একসময় তিনি সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের জাপানি সাবটাইটেল তৈরির কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, তিনি লালন সাঁইয়ের বেশ কিছু গান জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাউল-সংগীত এবং অন্যান্য প্রকারের লোকসংগীত, অডিও রেকর্ডিংয়ের মধ্যেমে উনিশশো সত্তর ও আশির দশকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে বাংলাদেশের লালনপন্থীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল, বিশেষ করে লালনপন্থী সাধক কবি ও সংগীতগুরু খোদাবক্স সাঁইয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং তাঁর পরিবেশিত লালন সাঁইয়ের গান অডিওতে রেকর্ডিং করে রেখেছেন। খোদাবক্স সাঁই ছাড়াও তিনি লালন সাঁইয়ের প্রশিষ্য কোকিল সাঁইয়ের সাধনসঙ্গিনী যশোদা ফকিরানীর সাক্ষাৎকার ধারণের মাধ্যমে লালন সাঁইয়ের ছেঁউড়িয়ার আখড়ার প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য উপাদান সংরক্ষণ করেছেন। এছাড়া, তিনি প্রখ্যাত লালনপন্থী সাধকশিল্পী গোলাম ইয়াসীন শাহর সাক্ষাৎকার ও গান রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার লালন সাঁইয়ের আখড়াকেন্দ্রিক গানের আদি গায়কী সংরক্ষণ করেছেন। জানা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতির বাইরে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থানকালে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে Papua New Guinea-র Bougainville নামে একটি দ্বীপের সঙ্কটাপন্ন কয়েকটি ভাষার ডকুমেন্টেশনের কাজ করেছেন এবং তার ব্যাকরণ লিখেছেন।

বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে অবস্থানকালীন প্রেক্ষাপট নিয়ে জাপানি ভাষায় একটি জীবনী রচনার কাজ করছেন।

জাপানের ওসাকার নিউ হাংক্যু হোটেল থেকে মাসাইয়ুকি ওনিশির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ভাবনগরের সম্পাদক **সাইমন জাকারিয়া**।

সাইমন জাকারিয়া: আপনি কবে এবং কোথায় বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করেন?

মাসাইয়ুকি ওনিশি: ১৯৭৫ সালের গ্রীষ্মকালে টোকিও বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত একটি গবেষণাকেন্দ্র বাংলা ভাষার intensive course-এর আয়োজন করেছিল। আমি সেই কোর্সে প্রথম বাংলা ভাষা পড়ি। কোর্সের শেষে জানানো হয়েছিল, কলকাতার জাপানি কনসুলেটে জাপানি ভাষা পড়ানোর লোক খুঁজছে। আমি সেই সুযোগ নিয়েছিলাম। কলকাতায় যাই ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময়ে জাপানি কনসুলেটে জাপানি ভাষা পড়াতাম। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা সাহিত্য নিয়ে কিছু কাজ করা। দু'বছর কলকাতায় ছিলাম। তখন আমি শ্রীকেশবচন্দ্র সরকার নামে একজন খুব ভালো শিক্ষক পেয়েছিলাম। তিনি মোহিতলাল মজুমদারের শিষ্য ছিলেন, গ্রাম বাংলার উপরেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। ওই সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ইত্যাদি নিয়ে আমাকে পড়িয়েছিলেন। তখন আমি ওঁদের সাহিত্যকর্ম থেকে কিছু কিছু

রচনা অনুবাদ করতে শুরু করি, এবং সেইসব অনুবাদ 'কল্যাণী' নামে এক ছোট্ট পত্রিকায় বের হতো। পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের জাপানি অনুবাদ প্রকাশের জন্য আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে টোকিও শহর থেকে বের করতে শুরু করি ১৯৭৬ সালে। টোকিও-নিবাসী শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত আমাদের খুব সাহায্য করতেন। পত্রিকাটির নাম ওঁর নাম থেকে নেওয়া।

সাইমন: আমরা জানি, আপনি বাউল-ফকির ও লোকায়ত সংগীত সংগ্রহের কাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। এই কাজের শুরুর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাই।

মাসাইয়ুকি: কলকাতায় দু'বছর থাকার পর আমি শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে যাই সংগীতভবনের ছাত্র হয়ে। ওখানেও আমি দুই বছর ছিলাম। ওই সময়ে পৌষ মেলাতে অনেক বাউল-ফকির আসতো। তখন থেকে বাউল-ফকিরদের প্রতি আমার কৌতূহল জাগে। আমি বেশি ক্লাসে যেতাম না, গ্রামবাংলায় ঘুরে বেড়াতাম। ওই সময় থেকে আমি গান সংগ্রহ শুরু করি। প্রথমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, তারপরে উত্তরবঙ্গেও গিয়েছিলাম। ভাওয়াইয়া, তুক্ষা ইত্যাদি লোকগীতি, পালাগান, কীর্তন, এইসব সংগ্রহ করতাম।

সাইমন: আপনি কি এ সব গান রেকর্ড করেছিলেন?

মাসাইয়ুকি: জী, সব রেকর্ড করেছিলাম। তখন থেকে আমার কৌতূহল জাগে, আর ১৯৮০ সালে যখন আমি টোকিওতে ফিরে আসি, তখন থেকে আমি খুব মন দিয়ে অনুবাদের কাজ করি।

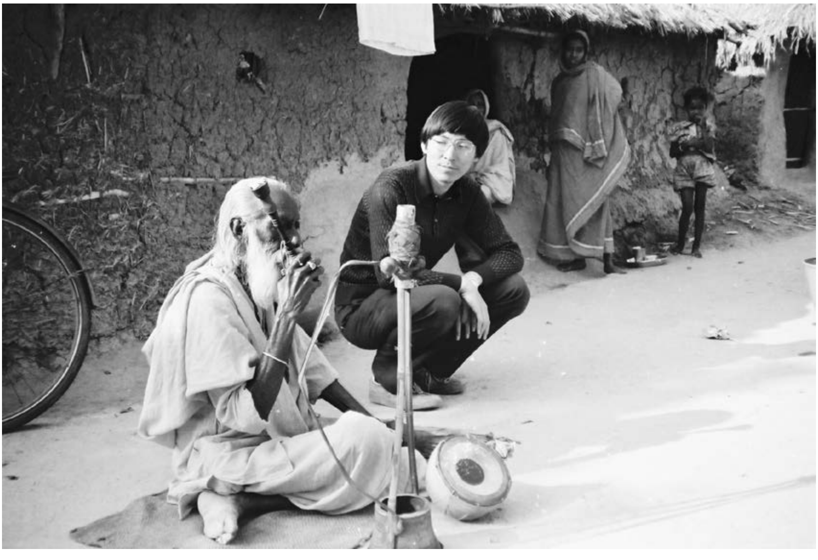

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাউল সাধকশিল্পী নিতাই ক্ষ্যাপার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মাসাইয়ুকি ওনিশি

বাংলা ফিল্মের উপরও আমি কাজ করেছি, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের ছবি, ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে। ওই সময়ে জাপানে অনেকের মনেই ভারতীয় সংস্কৃতির উপর কৌতূহল জেগেছিল। কিছু বাংলা ছবি দেখানো হতো, বই বের হতো। তখন তোয়োতা ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে আমি একটা গ্রান্ট পাই। আমার বিষয় ছিল বাউল ফকিরদের সমাজ-জীবন ও গান।

সেই গ্রান্ট নিয়ে প্রথমে আমি পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব-বাউল, বিশেষ করে দীনবন্ধু দাস, নিতাই ক্ষ্যাপা (সনাতন দাস বাউলের যিনি গুরু)—ওঁদের সঙ্গে কাজ করতাম। তারপরে আমি বাংলাদেশে যাই। প্রথমে লালন ফকির আশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখানে ম. মনিরউজ্জামান সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওঁর মাধ্যমে খোদাবক্স সাঁইয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়।

সাইমন: এটা কি কুষ্টিয়া ছেঁউড়িয়া গ্রামে?

মাসাইয়ুকি: কুষ্টিয়া শহরের লালন একাডেমিতে। তারপর ঢাকাতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে থাকার সময়, তিনি (খোদাবক্স সাঁই) ওখানেও কিছু গান আমাকে শোনাতেন, কিছু কিছু গান আমার কাছে ব্যাখ্যাও করতেন। তখন থেকে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। এসব করতে করতে প্রায় দু-তিন বছর ধরে আমি বাংলাদেশে যেতাম।

সাইমন: আপনি বাংলাদেশে যাবার পর আমরা জেনেছি যে, অনেক বাউলদের পুরনো ডকুমেন্ট সংগ্রহ করেছেন। যেমন—শুধু বাউলদের সঙ্গে কথা বলা, ছবি তোলা, অডিও রেকর্ডিং না। এর বাইরেও অনেক হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি, বাউল বিরোধী যে বই-পুস্তক বেরিয়েছিল লালনের সমকালে, সেগুলোও কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো সংগ্রহ করার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।

মাসাইয়ুকি: ওই সময়ে মনিরউজ্জামান সাহেব, শিল্পকলা একাডেমির মধু সাহেব, ওঁদের পরামর্শ নিয়ে আমি কিছুটা কাজ করেছি। আমি যখনই ওইসব পুরানো পুঁথি কিংবা খাতা পেতাম তখনই আমার মনে হয়েছিল—এটা এখনই জেরক্স কপি করা উচিত। সেভাবেই আমি সংগ্রহ করেছি। আসলে ওই তোয়োতা ফাউন্ডেশনের গ্রান্ট পেয়ে আমি ইংল্যান্ডেও গিয়েছিলাম। ওখানে লন্ডনের ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরিতে বাউল-ফকিরদের পুরনো কিছু মাইক্রো ফিল্ম আছে, ওগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। সেগুলো আমার কাছে রয়েছে, আপনি দেখতে পারেন।

সাইমন: এটাও খুব আগ্রহের বিষয় । ব্রিটিশ লাইব্রেরি বাংলাদেশের বাউল-ফকির নিয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন আগেই সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছে এবং সেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ওটার সন্ধান তেমনভাবে রাখে না, বা করে না।

মাসাইয়ুকি: প্রথমে বলে রাখা ভালো, শুধু বাউল-ফকির নিয়ে ওটা নয়, হয়তো তার উল্লেখ আছে। আসলে সেগুলোতে বাউল-ফকির সম্পর্কিত কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায়, সেই হিসেবে আমি সংগ্রহ করেছি। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না এখন—কী কী আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু আমার কাছে মাইক্রো ফিল্মগুলো রয়েছে।

মাসাইয়ুকি ওনিশির ক্যামেরায় খোদাবক্স সাঁই

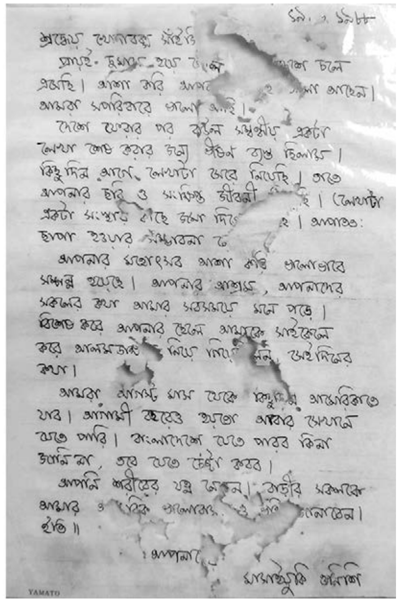

[illegible] ১৯৮৮

শ্রদ্ধেয় খোদাবক্স সাঁইজি
[illegible] চলে
এসেছি। আশা করি আপ[illegible] ভালো আছেন।
আমরা সপরিবারে ভালো আছি।
দেশে ফেরার পর বাউল সম্বন্ধীয় একটা
লেখা শেষ করার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিলাম।
কিছু দিন আগে লেখাটা জমা দিয়েছি। তাতে
আপনার ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible]। লেখাটা
একটা সংস্থায় ছাপার জন্য দি[illegible]। [illegible]
ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা [illegible]
আপনার মহোৎসব আশা করি ভালোভাবে
সম্পন্ন হয়েছে। আপনার আশ্রম, আপনাদের
সকলের কথা আমার সবসময় মনে পড়ে।
বিশেষ করে আপনার ছেলে আমাকে সাইকেলে
করে আলমডাঙ্গা[illegible] নিয়ে যে[illegible]লেন, সেই দিনের
কথা।
আমরা আগস্ট মাস থেকে [illegible] আমেরিকাতে
যাব। আগামী বছরেও হয়তো আবার সেখানে
যেতে পারি। বাংলাদেশে যেতে পারব কিনা
জানি না, তবে যেতে চেষ্টা করব।
আপনি শরীরের যত্ন নে[illegible]। [illegible] সকলকে
আমার ও [illegible] ভালোবাসা [illegible] জানাবেন।
ইতি ॥
আপনার
মাসাইয়ুকি ওনিশি

খোদাবক্স সাঁইকে লেখা ওনিশির চিঠি

সাইমন: আরেকটি বিষয়, খোদাবক্স সাঁই সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন। যেমন, খোদাবক্স সাঁইয়ের সংগ্রহ এবং খোদাবক্স বাউল ঐতিহ্য কীভাবে ধারণ করতেন?

মাসাইয়ুকি: আমি দেখেছি, উনি যে গানগুলো গেয়েছিলেন তার পরিষ্কার একটা মানে ব্যাখ্যা করতেন, এটা আমার ঠিক মনে আছে। সেগুলো হয়তো আমি খাতাতে কিছু লিখেছি। হয়তো সাক্ষাৎকারের মধ্যে আছে। উনি তো অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। আমার খুব ভালো লেগেছিল ওঁর সঙ্গে সময় কাটাতে।

সাইমন: খোদাবক্স সাঁইয়ের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আপনি জাপানি ভাষায় কোনো অনুবাদ করেছেন কিনা? বা কোনো প্রবন্ধ লিখেছেন কিনা? একটু বলবেন?

মাসাইয়ুকি: লালন ফকিরের গান আমি ১৮-খানা অনুবাদ করেছি, সেগুলি ‘কল্যাণী’ পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। গানের ব্যাখ্যা-সহ অনুবাদের সঙ্গে লালন ফকিরের ছোট্ট জীবনীও যোগ করেছিলাম। আর নিতাই ক্ষ্যাপার সঙ্গে আমার যে অভিজ্ঞতা, ওটা নিয়ে ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছি। সেই লেখাটা একটা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর গানের অনুবাদও লেখাটার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছি।

সাইমন: খোদাবক্স সাঁই নিজের লেখা গান সম্পর্কে কখনও আলাপ করতেন কি? কোথাও আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বা কথা হয়েছে?

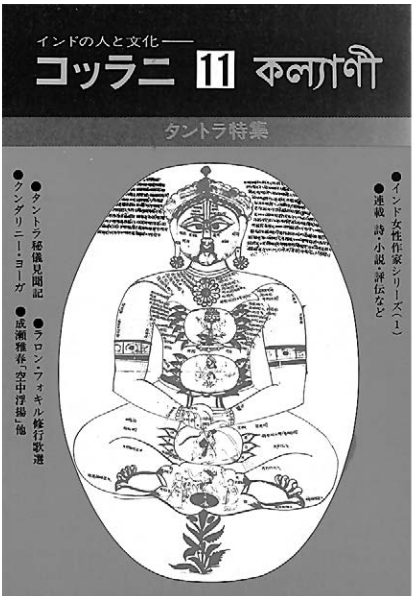

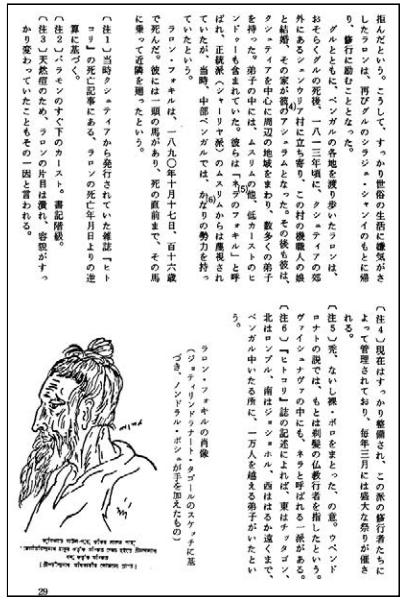

掴んだという。こうして、すっかり世俗の生活に嫌気がさしたラロンは、再びグルのシラジュ・シャンイのもとに帰り、修行に励むこととなった。

グルとともに、ベンガルの各地を渡り歩いたラロンは、おそらくグルの死後、一八一三年頃に、クシュティアの郊外にあるシェンウリア村に立ち寄り、この村の機職人の娘と結婚、その家が彼のアシュラムとなった。(4) その後も彼は、クシュティアを中心に周辺の地域をまわり、数多くの弟子を持った。弟子の中には、ムスリムの他、低カーストのヒンドゥーも含まれていた。彼らは「ネラのフォキル」(5) と呼ばれ、正統派(シャーリヤ派)のムスリムからは蔑視されていたが、当時、中部ベンガルでは、かなりの勢力を持っていたという。(6)

ラロン・フォキルは、一八九〇年十月十七日、百十六歳で死んだ。彼には一頭の馬があり、死の直前まで、その馬に乗って近隣を廻ったという。

(注1)当時クシュティアから発行されていた雑誌『ヒトコリ』の死亡記事にある、ラロンの死亡年月日よりの逆算に基づく。
(注2)バラモンのすぐ下のカースト。書記階級。
(注3)天然痘のため、ラロンの片目は潰れ、容貌がすっかり変わっていたこともその一因と言われる。
(注4)現在はすっかり整備され、この派の修行者たちによって管理されており、毎年三月には盛大な祭りが催される。
(注5)禿、ないし裸・ボロをまとった、の意。ウペンドロナトの説では、もとは剃髪の仏教行者を指したという。ヴァイシュナヴァの中にも、ネラと呼ばれる一派がある。
(注6)『ヒトコリ』誌の記述によれば、東はチッタゴン、北はロンプル、南はジョショホル、西ははるか遠くまで、ベンガル中いたる所に、一万人を越える弟子がいたという。

ラロン・フォキルの肖像
(ジョティリンドラナート・タゴールのスケッチに基づき、ノンドラル・ボシュが手を加えたもの)

29

জাপানের টোকিও থেকে প্রকাশিত কল্যাণী *পত্রিকার প্রচ্ছদ ও মাসাইয়ুকি ওনিশির অনূদিত লালনের গান অনুবাদের ভূমিকাংশ*

মাসাইয়ুকি: তেমন তো এখনই ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় না। তবে আমাকে আমার সেই সময়কার খাতাটা আর একবার ভালো করে দেখতে হবে।

সাইমন: উনি নিজের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তাহলে সাধারণত আলোচনা করতেন না। আরেকটা বিষয় আমি জানতে চাই, আপনি মাঝখানে বহু বছর এই গবেষণার সঙ্গে আপনাকে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়নি। মানে লালন ফকির বা বাউল গবেষণা নিয়ে আপনি আর তেমন কোনো কাজ করছেন না। এখন আপনার কাছে প্রশ্ন—আপনার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? এবং পরবর্তীকালে বাউল-ফকির গবেষণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণ কি?

মাসাইয়ুকি: সত্যি কথা বলতে কি, বাউল-ফকির গান শুনে আমি আনন্দ পেতাম। এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ব্যাপার। গবেষণার দিকে ততটা আমার মন ছিল না। আর তারপরে আমি অস্ট্রেলিয়াতে যখন গিয়েছিলাম, ওইখানে শিক্ষা নিয়েছিলাম বিশেষ করে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে। Papua New Guinea-র Bougainville নামে একটি দ্বীপের সঙ্কটাপন্ন কয়েকটি ভাষার ডকুমেন্টেশনের কাজ করেছি, 'মোতুনা' নামে একটি ভাষার রেফারেন্স গ্র্যামার লিখেছি। এই প্রজেক্টটা এখনও চলছে। কীভাবে ভাষার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়—ভাষা ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় নানারকম টেকনিক শিখেছি। তার আগের কথা, যখন পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে ছিলাম, ওই সময়ে আমার বয়সও কম ছিল, তখন গানের জগৎ আমার খুব ভালো লাগতো।

সাইমন: আপনার মূল পরিচয় তাহলে এখন ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে?

মাসাইয়ুকি: এখন ভাষাতাত্ত্বিক বলতে পারেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের জটিল তত্ত্বের উপরও আমার অতটা কৌতূহল নেই। তবে, ওটার টেকনিকের প্রয়োজন আছে। এখন আমি বাংলা ব্যাকরণ লিখছি। আমার ভাষাতত্ত্বের একজন খুব বড় শিক্ষক প্রফেসর পবিত্র সরকার, তাঁর সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি, অনেক তথ্য শিখেছি ওঁর কাছ থেকে। আমি নিজে ইংরেজিতে কিছু প্রবন্ধও লিখেছি। আমার খুব ইচ্ছা, শেষকালে বাংলার ব্যাকরণ নিয়ে একটি ভালো বই লেখার।

সাইমন: এটা কি জাপানি ভাষায় বেরোবে?

মাসাইয়ুকি: জাপানি আর ইংরেজি দুই ভাষায় বেরোবে।

সাইমন: এই ব্যাকরণে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকছে?

মাসাইয়ুকি: গোড়ায় থাকবে ফোনেটিক্স, অর্থাৎ বাংলা শব্দের উচ্চারণ এবং তার ব্যাখ্যা। তা থেকে শুরু করে শব্দ বিন্যাস, সিনট্যাক্স, মোর্ফলজি—এসব নিয়ে আলোচনা থাকবে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। আর তাছাড়া যারা বাংলা শিখতে চাই, তাদের জন্য আলাদা করে একটা বই করব, যাতে নানারকম রেফারেন্স থাকবে।

সাইমন: শুধু কি সাহিত্যিক রেফারেন্স থাকবে এই বইয়ে?

মাসাইয়ুকি: সাহিত্যিক রেফারেন্সের সঙ্গে গান, মানে কিছু লোকগীতি, তারপরে কিছু সাহিত্যরচনার অংশ নিয়ে একটা বই করতে চাই। যার সব-কিছুতে একটা ফুটনোট থাকবে। যাতে ভাষাটা পুরো বোঝা যায়।

সাইমন: আপনি তো আরেকটি পার্টের কথা বলছিলেন—উত্তরবঙ্গ থেকে ভাওয়াইয়া সংগ্রহ করেছেন, তুক্ষা সংগ্রহ করেছেন। সেগুলোর এখন কি অবস্থা? কোথায় আছে?

মাসাইয়ুকি: ওটা আসলে শ্রীদীনেশ রায় নামে একজন ভদ্রলোক আছেন, ওঁর স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি রায় ভাওয়াইয়া গানের নামকরা গায়িকা। তাঁদের মেয়েও খুব ভালো গান করেন, সালিঞ্জা বাজান, তুক্ষা ও ভাওয়াইয়া গান। সেই দীনেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গাতে লোকগীতি-সম্মেলন হতো। একবার হয়েছিল জলপাইগুড়িতে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তখন থেকে এই দীনেশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওঁর সহায়তায় উত্তরবঙ্গের অনেকরকম গান আমি রেকর্ডিং করেছি। উনি নিজে ইউটিউবে একটা চ্যানেল করেছেন, আর আমাদের সেইসব সংগ্রহ থেকে মাঝে মাঝে কিছু বের করেন। এবারও উত্তরবঙ্গে যাব আমি অক্টোবর মাসে—রেকর্ডিংয়ের জন্য ওঁর কিছু সরঞ্জামের দরকার ছিল, সেগুলো আমি নিয়ে যাব। ওঁর অনেক দিনের ইচ্ছা, রাজবংশীদের সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন করার।

সাইমন: এটা ভারতের উত্তরবঙ্গ। এগুলো নিয়ে কি আলাদাভাবে—বিশেষ করে যেগুলো আপনি আশির দশকের সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো নিয়ে আলাদা কোনো গবেষণার পরিকল্পনা আছে?

মাসাইয়ুকি: পশ্চিমবঙ্গের যেগুলো করেছি প্রান্তবাংলা থেকে, যেমন— মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়—সেইসব জায়গাতে আরও কাজ করার ইচ্ছা আছে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ কবি-বন্ধু আছেন কলকাতায়, বাঁকুড়ার বিবড়দা গ্রামে ওঁর জন্ম। ওঁর নাম দুর্গা দত্ত, ওঁর সঙ্গে অনেকদিন ধরে আমি কাজ করে আসছি। ওইসব অঞ্চল থেকে ভাদু , তুষু / টুসু, ঝুমুর গানের নানা বৈচিত্র্য ও অন্যান্য লোকায়ত আঙ্গিক আমরা সংগ্রহ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে করে ওইসব নিয়ে বইও করব, আর যেগুলো রেকর্ডিং করেছি সেগুলো সংরক্ষণ করার চেষ্টাও করব।

সাইমন: আপনার করা বাংলা ব্যাকরণ কবে নাগাদ বেরোবে?

মাসাইয়ুকি: আরো হয়তো তিন-চার বছর লাগবে। জাপানি ভাষায় সংক্ষিপ্ত গ্রামার তো হয়ে গেছে মোটামুটি। ওটা দুয়েক বছরের মধ্যে শেষ করব। তারপরে ওটাকে একটু লম্বা করে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

সাইমন: এটা কি আপনি আলাদা আলাদা বই করতে চান? নাকি একটি বইয়ের ভিতরে দুটি ভার্সন দিতে চান?

মাসাইয়ুকি: আলাদা আলাদা বই হবে।

সাইমন: মানে জাপানি ভাষাটা আলাদাভাবে বের হবে এবং ইংরেজি ভাষাটা আলাদাভাবে বেরোবে?

মাসাইয়ুকি: জী।

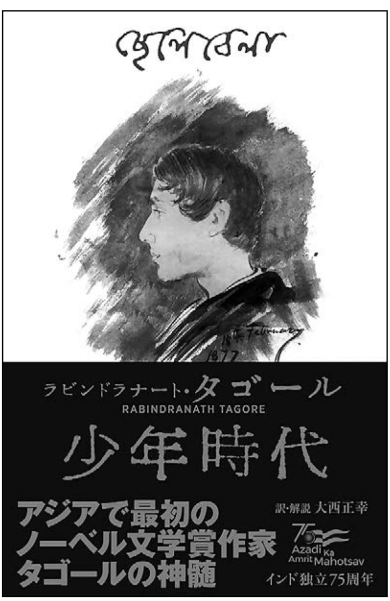

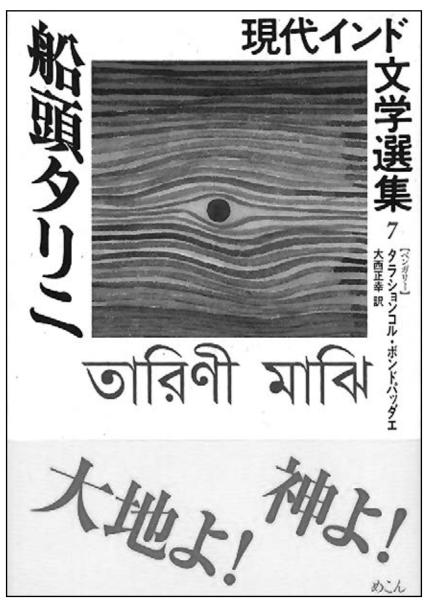

মাসাইয়ুকি ওনিশি অনূদিত জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা *এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-সংকলন* তারিণী মাঝি

সাইমন: আপনি এখন কি কাজ করছেন?

মাসাইয়ুকি: গতবছর থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আরেকবার আমার খুব ভালো করে গবেষণা করার ইচ্ছা জাগল। প্রথমে 'ছেলেবেলা' অনুবাদ করেছি।

সাইমন: রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী।

মাসাইয়ুকি: হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলা'। ওই বইয়ের সঙ্গে আমার একটি ইতিহাস আছে। প্রথমে আমি যখন কলকাতায় জীবন কাটিয়েছিলাম, তখন আমার শিক্ষাগুরু কেশববাবুর কাছে প্রথমে ওই বইটি পড়েছিলাম। বইটির মধ্যে কলকাতার যেসব বর্ণনা আছে সেসব ছবি আমার মনের মধ্যে গভীরভাবে গাঁথা রয়েছে। বইটির জাপানি অনুবাদ আমি টোকিওর 'জাপান-ভারত সাংস্কৃতিক সংস্থা'র হোমপেজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতাম। সেই অনুবাদ গত বছর বইয়ের আকারে বেরিয়েছে। অনুবাদটা প্রকাশের জন্য ভারত সরকারের আংশিক সাহায্যও পেয়েছিলাম, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে। খুব সুন্দর বই হয়ে বেরিয়েছে। তখন আমার মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে জাপানি ভাষায় কয়েকটা বই বেরিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো পড়লেও আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিলনা। তো রবি ঠাকুরের প্রথম জীবন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শুধু আলোচনা নয়, তার সঙ্গে অনুবাদ যুক্ত করে নিজের মত করে একটি জীবনী করলে খুব ভালো হয়। 'ছেলেবেলা' তো হয়েছে। এখন ভালো ভালো ছোটো গল্পের অনুবাদসহ— বিশেষ করে শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসর, এসব জায়গাতে উনি সময় কাটাতেন ৮-১০ বছর প্রায়, ওই সময়কার রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখছি, সেটা আগামী বছর বইয়ের আকারে বেরোবে।

সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে মাসাইয়ুকি ওনিশি

জাপানের ওসাকাতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে মাসাইয়ুকি ওনিশির সঙ্গে সাধিকা সৃজনী তানিয়া ও সাইমন জাকারিয়া

সাইমন: রবীন্দ্রনাথের গল্প এখনও জাপানি ভাষায় অনুবাদ করছেন?

মাসাইয়ুকি: কিছু কিছু করেছি আগে, মানে জাপানে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' বেরিয়েছিল আশির দশকে ১১ খণ্ডে, তখন তার জন্য আমি কয়েকটি গল্প অনুবাদ করেছিলাম। পাশাপাশি নাটকের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'তাসের দেশ' অনুবাদ করেছিলাম।

সাইমন: মানে এসব জাপানে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভিতর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?

মাসাইয়ুকি: জি।

সাইমন: এই গল্প এবং নাটকগুলো আপনি কখন অনুবাদ করেছিলেন?

মাসাইয়ুকি: শান্তিনিকেতন থেকে ফিরেই আমি এইসব কাজ করেছিলাম। ১৯৮২-৮৩ সালের দিকে। ওই সময় শুধু রবীন্দ্রনাথ না, তারাশঙ্কর, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটো গল্প, জীবনানন্দ ও বাংলাদেশের কয়েকজন কবি—যেমন শামসুর রাহমান, আবুল হাসান—এঁদের কবিতা অনুবাদ করেছি। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে 'নষ্টনীড়', 'মণিহারা', পরের দিককার গল্পের মধ্যে 'ল্যাবরেটরি' অনুবাদ করি।

সাইমন: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অনুবাদ করেছেন?

মাসাইয়ুকি: যখন সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ফিল্ম জাপানে প্রদর্শনের কাজ চলছিল তখন আমি কলকাতায় ওঁর কাছে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম। এখনও সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার, চিঠি আছে আমার কাছে। আসলে, সেই সময়েই আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল উপন্যাসটি অনুবাদ করেছি।

সাইমন : রবীন্দ্রনাথের সব মিলিয়ে কয়টা বই জাপানি ভাষায় বেরিয়েছে?

মাসাইয়ুকি: জাপানের রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অনেকটাই ইংরেজি থেকে অনুবাদ। মূল বাংলা থেকে অনুবাদ খুব বেশি নেই। আমি করেছিলাম মূল বাংলা থেকে অনুবাদ।

সাইমন: আপনি আগে একবার সত্যজিৎ রায়ের ছবির উপর কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, সেটা কি ধরনের কাজ ছিল?

মাসাইয়ুকি: সত্যজিৎ রায়ের ছবির উপর আমার কাজ হল, 'ঘরে-বাইরে' ছবির সাবটাইটল যিনি তৈরি করেছেন তাঁর জন্য ছবিতে যেসব কথাবার্তা ছিল সেসবের অনুবাদ করা। (কিন্তু সাবটাইটলিঙের শেষ দায়িত্ব আমার উপর পড়েনি।) এছাড়া, সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' যখন জাপানের NHK (ন্যাশনাল টিভি)-তে দেখানো হয়েছিল তখন একজন সিনেমা ক্রিটিকসহ আমাকে নিয়ে একটা টিভি প্রোগ্রাম হয়েছিল।

সাইমন: বাংলা চলচ্চিত্রের আরেক কিংবদন্তি ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র নিয়েও তো আপনি কিছু কাজ করেছিলেন। সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাসাইয়ুকি: ঋত্বিক ঘটকের ছবির ব্যাপারটা একটু জটিল। মহেন্দ্র কুমার নামে একজন ক্যামেরাম্যান ছিলেন। ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, অনেক ছবিতে তিনি ঋত্বিকের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। যখন আমি কলকাতায় জাপানি কনসুলেটে জাপানি ভাষা পড়াতাম, তখন তিনি আমার কাছে ভাষাটা শিখতে আসতেন। ঋত্বিক ঘটক মারা যাওয়ার পর তিনি ওঁর ছেলের দেখাশোনা করতেন। সেইসূত্রে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঋত্বিকের 'মেঘে ঢাকা তারা' জাপানে দেখানোর প্রস্তাব যখন এসেছিল তখন ওঁরা আমাকে ছবিটির সাবটাইটল করতে বলেন, এবং আমি সেই কাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটি অবশেষে অন্য কমার্শাল চ্যানেলের মাধ্যমে জাপানে গিয়েছিল বলে আমার সেই সাবটাইটলটা কোনও কাজে লাগেনি।

সাইমন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আপনার অনূদিত আর কি কি গ্রন্থ বেরিয়েছে?

মাসাইয়ুকি: আলাদাভাবে রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে খালি 'ঘরে-বাইরে' আর 'ছেলেবেলা' এই দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্মের অনুবাদ নিয়ে আলাদাভাবে দুটি বই বেরিয়েছে।

সাইমন: তারাশঙ্করের কোন সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছেন?

মাসাইয়ুকি: তারাশঙ্করের ছোটোগল্পের অনুবাদ নিয়ে। আমি তারাশঙ্করের সাতটি ছোটোগল্প অনুবাদ করেছি। আসলে, সেই সাতটি গল্প নিয়ে 'তারিণী মাঝি' নামে আলাদা একটা বই বেরিয়েছে। তারপরে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' ও 'জগমোহনের মৃত্যু'—এই দুটি গল্প নিয়ে একটি বই করেছি।

সাইমন: তাহলে তো আপনি বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুই অনুবাদ করেছেন।

মাসাইয়ুকি: টোকিওতে 'মেকোং' নামে একটি প্রকাশন সংস্থা আছে। ওখান থেকেই আমার বেশিরভাগ বই বেরিয়েছে। আবার ওদের হোমপেজে ধারাবাহিকভাবে ছোটো গল্পের অনুবাদ বেরোচ্ছে, যেমন—সমরেশ বসুর ছোটোগল্পের অনুবাদ।

সাইমন: সমরেশ বসুর কোন গল্পটি আপনি অনুবাদ করেছেন?

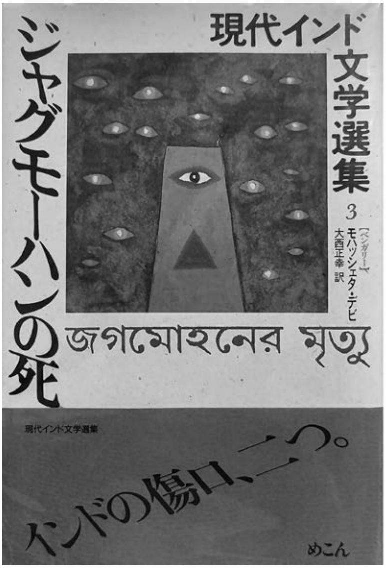

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের জাপানি অনুবাদ জগমোহনের মৃত্যু *গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

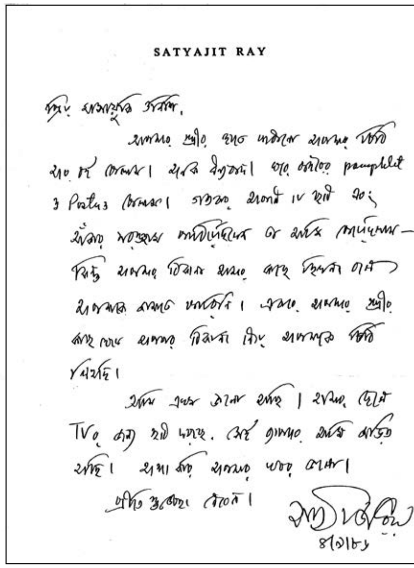

SATYAJIT RAY

প্রিয় মাসায়ুকি ওনিশি,

[illegible]

প্রীতি শুভেচ্ছা নেবেন।

সত্যজিৎ রায়
৪/৯/৮৬

মাসাইয়ুকি ওনিশিকে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি

মাসাইয়ুকি: বিশেষ করে তাঁর প্রথমদিককার কয়েকটি গল্প— যেমন 'আদাব', 'ছেড়া তমসুক'।

সাইমন: আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু জানার আছে। যেমন, জেনেছি যে, বাংলার চিত্রকলা নিয়েও আপনার আগ্রহ রয়েছে।

মাসাইয়ুকি: গত বছর নন্দলাল বসুর একটি প্রদর্শনী হয়েছে জাপানে। শুধু নন্দলাল বসু না, উড়িষ্যা থেকে আর একজন শিল্পী মহেন্দ্র মহারথী, এই দুজন নিয়ে প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে আমাকে নন্দলাল বসু নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। নন্দলালের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীদের কী সম্পর্ক ছিল, ওঁর শিল্পের উপর জাপানী শিল্পের কী ধরনের প্রভাব পড়েছিল—এসব ছিল আমার বক্তৃতা বিষয়। শ্রোতারা খুব মন দিয়ে আমার বক্তৃতা শুনছিলেন। এ দেখে আমার মনে হয়েছে, আজকাল জাপানিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের উপর কৌতূহল আবার জাগতে শুরু করেছে।

সাইমন: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। জয় গুরু।

মাসাইয়ুকি: জয় গুরু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৯শে জুলাই ২০২৩। স্থান : ওসাকা, জাপান।